শিল্প কি ? শিল্পী কে?

শিল্পের ভূমিকা কি? শিল্প কি 'চর্চা' না 'সাধনা'-র বিষয় ?

শিল্পের সাথে ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ক কি?

শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমেই কি শিল্পী হিসেবে গড়ে উঠা যায় না ক্ষমতা কাঠামোই নির্ধারণ করে শিল্পীর পরিচয়?

শিল্প কি পণ্য? শিল্পী কি পণ্যের যোগানদাতা? চাহিদা ও যোগানের সূত্র কি শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

শিল্প কি ART না INDUSTRY?

এসব প্রশ্ন আমাকে ভাবিত করে। আমি তাড়িত হই আরও অনেক প্রশ্ন দ্বারা ..... আমি যা সৃষ্টি করি তা কি শিল্প?

আমি কি এককভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারি?

সৃজনশীলতার স্বকীয়তা কি ভাবনাগত না করণকৌশলগত বিষয়? না এ দু'য়ের একটি সমন্বয় জরুরি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রায়শই সম্ভবত আমার শিল্প নির্মাণ প্রক্রিয়া। শিল্পের ইতিহাস আমাকে অনুপ্রাণিত করে শিল্প নির্মাণে। শিল্পের ইতিহাসকে দেশ, কাল, পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে পাঠ করা আমার জন্য কঠিন। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসও আমার ভাবনায় চলে আসে। ইতিহাস নিয়ে আমার বাল্যকালে যে ধারণা ছিল তা আমূল পাল্টে গেছে। অতীতে আমি ইতিহাসকে পাঠ করেছি পরীক্ষা পাশের একটি বিষয় হিসেবে। এখন ইতিহাসকে আমি পাঠ করতে চাই আত্মপরিচয় অন্বেষণের প্রক্রিয়া হিসেবে। ইতিহাস সাধারণত ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে নির্মিত হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই দেখা যায়, শুধু ক্ষমতা কেন্দ্র থেকেই ইতিহাস নির্মিত হচ্ছে না, প্রান্তিকের ইতিহাসও প্রান্ত থেকেই নির্মাণের চেষ্টা চলছে। যদিও এসব প্রচেষ্টা প্রশ্নাতীত নয়, তবুও ইতিহাস নির্মাণ ও পাঠ প্রক্রিয়াটি বদলে যাচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাস গ্রন্থের বিশ্লেষণকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে না মেনে, আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারি। প্রশ্ন উত্থাপন প্রক্রিয়াটিকে আমি শিল্প নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করি। যদিও আমি যে আবহে বেড়ে উঠেছি সেখানে প্রশ্ন উত্থাপন খুব একটা প্রশংসনীয় কাজ নয়।

আমার ইতিহাস পাঠের তাগিদটি হৃদয়তাড়িত। কিন্তু পাঠ প্রক্রিয়াটি হয়ত অনেক বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক। শিল্পের ইতিহাস বলে, শিল্পী সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোতে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে শিল্পচর্চাকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কারণ রেঁনেসা সময়কালেও ইউরোপে অন্যান্য কারিগরিবিদ্যা যেমন কামার, কুমার, সুতারের কাজের সাথে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণকে বিবেচনা করা হতো। আর ভারতবর্ষেও শিল্পীর সামাজিক মর্যাদা খুব একটা ছিলো না। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসেবে শিল্পকে প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পের ইতিহাস

ও তত্ত্ব নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের জন্য এ দু'য়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বৃহত্তর পরিসরে শিল্প নির্মাণ প্রকারান্তরে জ্ঞান চর্চার একটি অংশে হিসেবেই বিবেচিত হয় আমার কাছে। শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার সুবাদে এ বিষয়টি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। যদিও জ্ঞান নিজেও ক্ষমতা চর্চার একটি অংশ। তাই আমি জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতা চর্চার অংশ হয়ে উঠছি। ক্ষমতা চর্চা প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হওয়ার চর্চা না বিকল্প কোন অনুশীলন ? এই প্রশ্ন প্রতিনিয়ত হৃদয়কে বিদ্ধ করে।

এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র থাকাকালীন প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ে আমি আগ্রহী হয় উঠি। এ আগ্রহ সৃষ্টির এক বড় নিয়ামক ছিল শান্তিনিকেতনের শিল্প শিক্ষার ইতিহাস। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামেরার বিপরীতে নতুন এক শিক্ষা প্রকল্পের নানা নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কলাভবন আর আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলাভবনের মাঝে বিস্তর ফারাক ছিল, তবু শিল্প শিক্ষার 'খোলা হাওয়া' কিছুটা হলেও মস্তিষ্ককে আলোড়িত করেছিল। ছাত্র-শিক্ষক যে ক্ষমতা কাঠামোতে ক্রিয়া করেন, কলাভবনে তা অনেকটাই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে বিরাজমান। তার থেকেও বড় স্বাধীনতা ছিল এই যে, ভালো ছাত্রের কোনো আগাম তকমার চাপ আমার চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করেনি। কিংবা কোনো পূর্ব পরিচয়ের সাপেক্ষে আমার কাজকে পাঠ করা হয়নি। সেক্ষেত্রে শিল্পকর্ম অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি পরিচয়ের চাইতে।

ঢাকাতে ফিরে আসার পর বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ করি। মুখচোরা স্বভাবের কল্যাণে পাঁচ বছর পরও আমি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না ঢাকার শিল্প আবহে। যদিও বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি আমার অবস্থান তবুও এই ক্ষমতাকে নিজ স্বার্থে খুব সার্থকতার সাথে ব্যবহার করতে পারছি না। কারণ ক্ষমতার বিকল্প ব্যবহার প্রক্রিয়ার ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন রেখেছে। তাই প্রচলিত কাঠামোতে নিজের অবস্থানকে খুব একটা সুসংহত করা যাচ্ছে না।

শান্তিনিকেতনে থাকতেই ভেবেছিলাম দেশে ফিরে আমাদের শিল্প শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে কাজ করবো। নতুন নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ যেমন গবেষণাকে দীর্ঘায়িত করে তেমনি এ প্রকল্পটিও বিলম্বিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে গেলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। আর শিল্পাচার্যকে নিয়ে এক ধরনের অন্ধ আবেগ কাজ করে ভিতরে। অন্ধ আবেগের সাথে যুক্তির বিপরীতমুখী অবস্থান তবুও মধ্যবিত্ত স্বভাবের এই ত্রুটিকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কাজ করার মতো যথেষ্ট উপাদান হাতে ছিলো না। শৈশব ও কৈশরে শিল্পী হাশেম খান ও শিল্পী মতলুব আলীর রচনা আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। জয়নুল জন্মশতবর্ষের একটি সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। শিল্প

সমালোচক শোভন সোম ও শিল্পী নিসার হোসেনের রচনা অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীতে অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুর হকের একটি তথ্য সমৃদ্ধ সুলিখিত গ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য হয়েছে। মিতু ভাইয়ের (শিল্পাচার্য পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন) কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র, চিঠি ও নথি পেয়েছি। তাই এই প্রকল্পটিকে আর নিজের ব্যক্তিগত কোন সৃজনশীলতার প্রকাশ হিসেবে ভাবতে পারছি না। অতীতের অনেক কিছুর সাপেক্ষে বর্তমানে আমি ক্রিয়া করছি। তাই শিল্প নির্মাণকে আমি ব্যক্তিগত মহিমা বা কর্তৃত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। ক্ষমতার বিকল্প অনুশীলনের অন্বেষণও এর সাথে সম্পৃক্ত।

ঢাকায় এখন নানা ধরনের শিল্পচর্চার অনুশীলন চলছে। নিউ মিডিয়া আর্ট আর পারফরমেন্সের আলাদা মহিমা তৈরি হচ্ছে। এককালে ইউরোপে তেলরং কে মাধ্যমগত মহিমা আরোপ করে যেমন প্রভাবশালী অবস্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল আজ নিউ মিডিয়া আর অন্যান্য চর্চাও কি একই প্রাধান্য বিস্তারের রাজনীতিতে সামিল হচ্ছে? শিল্পী হিসেবে আমি 'সমকালীন' এ বার্তাটি প্রতিষ্ঠা করাই কি নতুন মাধ্যম চর্চার প্রধান কারণ? না ভাবনার সাথে মাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা কি বিবেচ্য হওয়া উচিত?

কিছু কিছু প্রশ্নের মীমাংসা না করে সময়ের চর্চায় সামিল হতে পারছি না। কিন্তু পুরনো কিছু করণকৌশলকে নিজের মতো ব্যবহার করেছি। দ্বিমাত্রিক তলকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছি। কিন্তু সার্থক চিত্রকর্ম অঙ্কন করেছি একথা বলতে পারছি না। আদতে হয়তো কোনো চিত্রকর্মই নির্মিত হয়নি। দেখতে কোনোটা পোষ্টার, কোনোটা অলংকরণ কোনোটা নকশা হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে দর্শকের কাছে। চিত্রকর্মের যে একটা ভাব/মহিমা (Aura) তা কোনো ক্ষেত্রেই হয়তো রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিন্যাসের ক্ষেত্রে নন্দনতাত্ত্বিক সূত্র কতোটা মানতে পেরেছি সন্দেহ। সার্থক ব্যকরণগত বিন্যাস ও নান্দনিক উপস্থাপনের চাইতেও অনেক কিছু করে দেখার প্রবণতাটি বেশি কাজ করেছে। চিত্রকর্ম অঙ্কনের চাইতে হয়ত 'ইমেজ' নিমার্ণের দিকে ঝোঁকটা বেশি কাজ করেছে। কারণ যেকোন অভিজ্ঞতাই আজ আমাদের কাছে ইমেজ আকারে বেশি পৌঁছায়। সে সিরিয়া যুদ্ধই হোক আর কোনো ভাইরাল ভিডিওই হোক। স্থাপনা বা পারফরমেন্স যাই হোক, শেষ অবধি তা ইমেজ হিসেবেই সংরক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীরা যেমন 'সাবমিশন' উপস্থাপন করেন শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আমিও তাই করেছি। কেনো জানি খালি মনে হয় শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি এখনও। এ প্রতিষ্ঠানে আমার সরাসরি শিক্ষকবৃন্দ আছেন, বন্ধুস্থানীয় সহকর্মীরা আছেন আর শিক্ষার্থীরাই এ প্রকল্পের প্রধান অংশ হবেন বলে বিশ্বাস। এতোদিন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়ণ করেছি। এই প্রকল্পে শিক্ষার্থীরাও আমার কাজের মূল্যায়ণ করবেন। ক্ষমতা চর্চার কিছুটা হলেও ভারসাম্য সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস। সামান্য কয়েকজন এ শুভানুধ্যায়ী আছেন শহরে। অন্য শহরেও আছেন কয়েক জন। তারাও অংশীদার হবেন আশা করি। শিল্প সংগ্রাহকদের সাথে আমার দূরত্বটা সবচেয়ে বেশি। তেমন কারও দেখা গেলে মন্দ হতো না !

আদ্যোপান্ত (A to Z) শিরোনামটি এক ছেলেমানুষী খেয়াল থেকেই দেয়া। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে শিরোনাম খারিজ হয়ে যেতে পারে। কারণ জয়নুলের মহিরুহের মতো জীবনের মাত্র কয়েকটি পত্রপল্লব উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পাচার্যকে আমি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে পাঠ করেছি। বর্তমান প্রকল্পে পাঠ করেছি ঔপনিবেশিকতার সমালোচক হিসেবে। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে যিনি ঔপনিবেশিক শিল্প শিক্ষার আদলে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন তিনি কি করে সমালোচকের ভূমিকায় উপনীত হন? তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র যে গণহত্যা ঘটিয়েছিল, তার সাথে আমার পরিচয় ঘটে জয়নুলের কাজের মাধ্যমে। জয়নুলের সমালোচনা অনেক বেশি মানবিক আবেদনপূর্ণ তাই হয়ত সরাসরি দৃষ্টি গোচর হয় না। আমি যে গল্পটি বলতে চাই তার প্রধান চরিত্র জয়নুল আবেদিন। জয়নুলের মাধ্যমে আমি আমাদের আধুনিক শিল্পচর্চাকে দেখতে চাই, ঔপনিবেশিকতা, দেশভাগ, আদিবাসী দেখতে চাই। জয়নুল আমার বিশ্বশিল্পের প্রবেশের দুয়ার ..... আর চারপাশে তাকালে 'রুচির দুর্ভিক্ষের' অভাব হয় না।

প্রকল্পটি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আমি অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আলাদা কোনো প্রকল্প নিমাণের প্রয়োজন আছে কি না? না শিল্পচার্যের নির্মিত প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়াটাই তার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য? নিয়মিত পাঠ দান, পরীক্ষার দায়িত্ব পালন কিংবা মঙ্গলশোভা যাত্রা, জয়নুল উৎসব আর অমর একুশের কাজ করা কি শিল্পচর্চার আওতায় অধিভূক্ত ? না ব্যক্তিগত শিল্প নির্মাণই একমাত্র পন্থা? জোসেফ বয়েজের শিল্প শিক্ষা কার্যক্রম, বৃক্ষরোপন প্রভৃতি কর্মকান্ডকে তো আমরা শিল্পচর্চা হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রকল্পটিকে কি আমরা তার শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করি? কিংবা জয়নুল আবেদিনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম চারুকলা অনুষদ – একথা মেনে নিতে পারি?

উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই এ প্রকল্পটি উপস্থাপন করছি। সফলতা প্রাপ্তির তাগিদে নয়, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের তীব্র বাসনাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে এক্ষেত্রে। ব্যর্থতার মুকুট প্রাপ্তি অবধারিত, জানি এটাই সবচাইতে বিশ্বস্ত সঙ্গী।